১ মার্চ ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

রাজনৈতিক সহিংসতা

উপজেলা নির্বাচন ২০১৪ এর পরিস্থিতি

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

***অধিকার*কে বিভিন্নভাবে হয়রানী**

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

নারীর প্রতি সহিংসতা

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন

করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মধ্যে থেকেও এই পরিস্থিতিতেই ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

রাজনৈতিক সহিংসতা

১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ০৯ জন নিহত এবং ১১৬৭ জন আহত হয়েছেন। ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের ২৩ টি এবং বিএনপি'র ০৩ টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আহত হয়েছেন ২৪০ জন ও অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ৪২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

২. ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয়, যা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসার পরও অব্যাহত আছে। এই সব দুর্বৃত্তায়নের বেশীর ভাগই ব্যক্তি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন অন্যায় স্বার্থ হাসিল করার বিষয় নিয়ে ঘটছে। এই ধরণের দুর্বৃত্তায়ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক

কার্যক্রমেও বাধা সৃষ্টি করছে। যেমন কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের রুমগুলো দলমত নির্বিশেষে ছাত্রদের মধ্যে বন্টনের দায়িত্ব হলো কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে, ছাত্রলীগ রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে সাধারণ কিংবা বিরোধী দলীয় মতাদর্শের ছাত্রদের ছাত্রাবাস থেকে বের করে দিচ্ছে এবং এর বিরুদ্ধে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন কোনই ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হচ্ছে না।

৩. গত ২৮ জানুয়ারি থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বর্ধিত ফি ও বিভিন্ন বিভাগে সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। দাবি আদায়ে গত ৩০ জানুয়ারি থেকে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধর্মঘটের ডাক দেয়। আন্দোলনের মুখে ১ ফেব্রুয়ারি বর্ধিত ফি স্থগিত করার ঘোষণা দেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কিন্তু বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও সান্ধ্যকালীন মাস্টার্স কোর্স বাতিল না করায় আন্দোলন অব্যাহত রাখে শিক্ষার্থীরা। তারা গত ২ ফেব্রুয়ারি বেলা ১০টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখে। এরপর আনুমানিক বেলা সাড়ে ১১ টায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল হোসেনের নেতৃত্বে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি প্রশাসনিক ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সমাবেশের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ককটেল বিস্ফোরিত হয় এবং মিছিলকারীরা আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীদের দিকে তেড়ে যায়। এরপর মিছিল থেকে ৮-১০টি ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এই সময় মিছিলকারীরা আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্রতি ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এবং ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী পিস্তল উঁচিয়ে গুলি করে। এই সময় দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করেই রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস শেল ছোঁড়ে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই হামলায় অন্তত ১২ জন গুলিবিদ্ধসহ শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।[১]

৪. গত ১০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তি হওয়া ৯৭ জন ছাত্রকে এসএম হল থেকে বের করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতারা। ওই ছাত্ররা নিজেদের ছাত্রলীগের কর্মী বলে প্রমাণ করতে না পারলে তাদের আর হলে ঢুকতে দেয়া হবে না বলে জানিয়েছে ওই নেতারা।[২]

[১] প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[২] প্রথম আলো, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

উপজেলা নির্বাচন ২০১৪ এর পরিস্থিতি

৫. দেশের ৪৮৭টি উপজেলার মধ্যে ৪৬৯টি উপজেলার নির্বাচন পাঁচটি ধাপে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করে। বাকি ১৮টি উপজেলায় নির্বাচনের মেয়াদকাল উত্তীর্ণ না হওয়ায় এবং সীমানা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে না। এরই মধ্যে প্রথম ধাপে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১০২টি; দ্বিতীয় ধাপে ২৭ ফেব্রুয়ারি ১১৭টি; তৃতীয় ধাপে ১৮ মার্চ ৮৩টি; চতুর্থ ধাপে ২৩ মার্চ ৯২টি; এবং পঞ্চম ধাপে ৩১ মার্চ ৭৪টি উপজেলায় নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হয়েছে।[৩] দলীয়ভাবে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান না থাকলেও রাজনৈতিক দলগুলো এই নির্বাচনে দলীয়ভাবে প্রার্থী দিয়ে অংশ নিচ্ছে। ৫ জানুয়ারি ২০১৪ তে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন বর্জন করলেও বিএনপি এবং জামায়াত এই উপজেলা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে।

৬. প্রথম ধাপে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ১০২টির মধ্যে ৯৭টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন কারণে পাঁচটি উপজেলায় এই সময় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচন চলাকালে অনেক জায়গাতেই সংঘাত, সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে এবং ব্যালট পেপার ছিনতাই ও কেন্দ্র দখল করা হয়েছে। এই সময় মোট ১০টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচনে গড়ে ৬২.৪৪ শতাংশ ভোট পড়েছে।[৪] শরীয়তপুর জেলার গোসাইরহাট উপজেলার নাগেরপাড়া উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারের ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর পক্ষে সিল মেরেছেন ছাত্রলীগের এক নেতা। একই ঘটনা ঘটেছে সিরাজগঞ্জের কাজীপুর উপজেলার সোনামুখি ইউনিয়নের কৃষ্ণগোবিন্দ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে। বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার মোট ৪৯টি কেন্দ্রের মধ্যে ১৫টি কেন্দ্রে জাল ভোট, ককটেল বিস্ফোরণ, ব্যালট ভর্তি বাক্স ছিনতাই ও ভাঙচুর, নির্বাচনী উপকরণ বিনষ্ট, কেন্দ্রে হামলা, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের মারধর করার তথ্য পাওয়া গেছে। কিশোরগঞ্জ জেলার বাজিতপুর উপজেলার গাজীরচর ইউনিয়ন পরিষদ কেন্দ্রে ভোট শুরুর আগেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী সারোয়ার আলমের সমর্থকরা কেন্দ্রটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়। ভোট শুরুর কিছু সময় পর প্রিসাইডিং অফিসার ফলাফলের ফরমে পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেন। এরপর সারোয়ার আলমের সমর্থকরা কক্ষে ঢুকে বিএনপি-

[৩] নির্বাচন কমিশন, http://www.ecs.gov.bd/Bangla/
[৪] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

সমর্থিত কাইয়ুম খানের এজেন্টদের বের করে দিয়ে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত তা নিয়ন্ত্রণ করে।[৫] নির্বাচনে কারচুপি, কেন্দ্র দখল, জাল ভোটসহ বিভিন্ন অভিযোগে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৯ দলীয় জোট[৬] ২০ ফেব্রুয়ারি সিরাজগঞ্জের কাজিপুর, মেহেরপুর সদর, কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, ঝিনাইদহ সদর ও শৈলকুপা, পাবনার সুজানগর, বরিশালের গৌরনদী ও বাকেরগঞ্জ এবং বগুড়ার সোনাতলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল ডাকে।[৭] নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা ৪৩টি আওয়ামীলীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা ৩৫টি, জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা ১২টি, জাতীয় পার্টি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীরা ১টি এবং অন্যান্যরা ৫টিতে জয়লাভ করে।[৮]

৭. গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দ্বিতীয় দফায় ১১৪টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপক কারচুপি, জাল ভোট প্রদান, ব্যালট বাক্স ছিনতাই, সহিংসতা ও কেন্দ্র দখলের মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন চলাকালে বেশ কয়েকটি উপজেলায় ব্যাপক সংঘাত-সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষে নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ীতে পুলিশের গুলিতে একজন শিবির কর্মী নিহত হওয়াসহ প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।[৯] এদিকে দেশের ১২টি উপজেলায় সরকার দলীয়দের ভোট কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই ও বিএনপি-জামায়াত সমর্থক প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার প্রতিবাদে নির্বাচন বর্জন করে স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন উপজেলায় হরতালের ডাক দিয়েছে ১৯ দলীয় জোট। বিএনপি প্রার্থীদের বর্জন করা উপজেলাগুলো হলো- বরিশাল সদর, ভোলার চরফ্যাশন ও বোরহানুদ্দিন উপজেলা, চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলা, মাদারিপুরের শিবচর উপজেলা, নোয়াখালীর সদর উপজেলা, কোম্পানীগঞ্জ ও কবিরহাট উপজেলা, ফেনীর পরশুরাম উপজেলা, মুন্সীগঞ্জের সদর উপজেলা, যশোরের শার্শা উপজেলা এবং কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলা। এইদিকে অনিয়ম ও গোলযোগের কারণে নোয়াখালীর সদর উপজেলার সবগুলো ও দেশের ১৩টি উপজেলার ৩৪টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করেছে নির্বাচন কমিশন।[১০]

---

[৫] প্রথম অলো, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৬] কাজী জাফর আহমেদ এর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ১৮ দলীয় জোটে গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে যোগ দিলে এই জোটটি ১৯ দলীয় জোট নাম গ্রহণ করে।
[৭] ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৮] নিউএজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৯] মানবজমিন ও যুগান্তর, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১০] যুগান্তর ও নিউ এজ, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৮. নির্বাচন চলাকালে নোয়াখালী জেলায় সবচেয়ে বেশি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সোনাইমুড়ি উপজেলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি-জামায়াত কর্মীসমর্থকদের মধ্যে কেন্দ্র দখল নিয়ে সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ গুলি চালালে একজন শিবির কর্মী নিহত হন। আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী এএফএম বাবুল এর সমর্থকরা নন্দিয়াপাড়া ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্র দখলের চেষ্টা চালালে দুপুর আনুমানিক ১.৩০ টায় গুলিবর্ষণ ও ককটেল বিস্ফোরণ শুরু হয়। এই সময় ১৯ দলীয় জোটের চেয়ারম্যান প্রার্থী আনোয়ারুল হকের সমর্থকরা সরকারদলীয় লোকদের প্রতিহত করতে গেলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এক পর্যায়ে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। এতে সাদ্দাম হোসেন (২২) নামের এক শিবির কর্মী গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান। এদিকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে নোয়াখালী সদর উপজেলার ১১৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত করা হয়।[১১]

৯. ঢাকা জেলাধীন কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র দখল ও জালভোট দেয়ার ব্যাপক ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই উপজেলার প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রই ছিল আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ন্ত্রণে। তারা বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বিএনপি নেতৃত্বাধীন ১৯ দলীয় জোট সমর্থিত প্রার্থীর এজেন্টদের মারধর করে বের করে দেয় বলে জানা গেছে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় হুমকি-ধামকিতে আতঙ্কিত হয়ে কেন্দ্র ত্যাগ করেন অনেক ভোটার। ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকলেও শেষ সময়ে ভোট প্রয়োগের হার বেশি দেখানো হয়। প্রকাশ্যে জাল ভোট প্রয়োগের ঘটনা ঘটলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তারা ছিলেন নীরব। দুপুর সাড়ে ১২টায় শুভাড্ডা ইউনিয়নের হাসনাবাদ ইকুরিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিএনপি সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী নাজিম উদ্দিন মাস্টারের এজেন্টদের বের হয়ে যাওয়ার জন্য স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মীরা হুমকি দিলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সময় গুলিবর্ষণের ঘটনায় গুলিবিদ্ধ হন বিএনপি কর্মী মিজানুর রহমান ডাবলুসহ কয়েকজন।[১২]

১০. মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় ভোটের দিন সকাল থেকেই জাল ভোট, কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই ও বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর লোকজনের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়েছেন। নির্বাচন চলাকালে সকাল ১০টার পরপরই ১০৬টি কেন্দ্রের প্রায় সবগুলোই দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আনিসুজ্জামান আনিসের সমর্থকরা। বিএনপি সমর্থিত

[১১] ডেইলি স্টার, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১২] মানবজমিন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

প্রার্থীর এজেন্টদের ভোট কেন্দ্রগুলো থেকে বের করে দিয়ে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে একতরফা সিল মারে সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকরা। কেওয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটারদের জোরপূর্বক বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থীর লোকজন। এই সময় সাহাবউদ্দিন, ইব্রাহিম, সালেহা বেগম নামের ভোটাররা অভিযোগ করেন যে, দোয়াত-কলম (আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর প্রতীক) সমর্থিত লোকজন তাঁদের কেন্দ্র থেকে বের করে দিয়েছে। এছাড়াও মালিরপাথর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের সামনে বিএনপি সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর কর্মীরা। এই সময় পঞ্চসার ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আয়াত আলী দেওয়ান ও তাঁর ছেলে মামুন দেওয়ানকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। এরপর ভোট ডাকাতির প্রতিবাদে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলায় বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী মোশাররফ হোসেন পুস্তী নির্বাচন বর্জন করে শনিবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ডাক দেন।[১৩] অপরদিকে মুন্সীগঞ্জ সদর উপজেলার একজন মানবাধিকার কর্মী ভোট দিতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, নির্বাচনের দিন দুপুর আনুমানিক ২টায় ভোট দেয়ার জন্য ঢাকা থেকে তিনি মুন্সীগঞ্জে যান। বেলা আনুমানিক ৩টায় নয়াগাঁও ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের নয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিতে গেলে কেন্দ্রের সামনে থেকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আনিসুজ্জামান আনিসের পক্ষের সশস্ত্র কর্মীরা তাঁকে বলে, "তোর ভোট হয়ে গেছে, তুই বাড়িতে চলে যা"। বাড়িতে এসে তিনি জানতে পারেন তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরাও ভোট দিতে পারেননি। তাঁর চাচা শ্বশুর সকাল আনুমানিক ১০টায় একই কেন্দ্রে ভোট দিতে যান। কিন্তু কেন্দ্রের ভেতরে যাওয়ার পরে ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি জাহিদ হাসান প্রিজাইডিং অফিসারের সামনেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আনিসুজ্জামানের দোয়াত-কলম মার্কায় ভোট দিতে তাঁকে বাধ্য করেন। একই কেন্দ্রে তাঁর ছোট ভাইও ভোট দিতে গেলে আওয়ামী লীগ সমর্থকরা তাঁকেও ভোট দিতে দেয়নি।[১৪]

নির্বাচনত্তোর সহিংসতা

---

[১৩] মানবজমিন, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, মুন্সীগঞ্জ, ২৮/০২/২০১৪

১১. ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম ধাপে উপজেলা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর দেশের অনেক জায়গায় সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে।

১২. গত ২০ ফেব্রুয়ারি শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার মোল্লার বাজারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত চেয়ারম্যান প্রার্থী আলতাফ হোসাইন ও বিএনপি সমর্থিত বিজয়ী চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন মাঝির সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই সময় ১০ ব্যক্তি আহত হন।[১৫]

১৩. গত ২০ ফেব্রুয়ারি জামালপুর জেলার সড়িষাবাড়ীর মহাদান ইউনিয়নের হিরন্যবাড়ি গ্রামের আওয়ামীলীগ সমর্থকদের আটটি ঘর ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বিএনপি সমর্থিত বিজয়ী উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদুল কবীর তালুকদারের সমর্থকরা ভাংচুর ও লুটপাট করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৬]

১৪. গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমানিক ১০টায় নাটোরের সিংড়া উপজেলার বিলদহর মৎস্যজীবী পাড়ায় ভোট কেন্দ্রে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করায় আলতাব হোসেন নামের এক বিএনপি কর্মীর বাড়িতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কর্মী শামিম, আসাদ ও তাদের সঙ্গীয় দুর্বৃত্তরা হামলা, ভাঙচুর ও লুটপাট করেছে। এই সময় আলতাব হোসেনকে বাড়িতে না পেয়ে দুর্বৃত্তরা তাঁর কিশোরী মেয়ে সুইটি খাতুনকে পিটিয়ে গুরুতর আহত করে এবং ৩টি ঘরে ও একটি মুদি দোকানে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। আহত সুইটি খাতুনকে সিংড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়।[১৭]

১৫. গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাত আনুমনিক ১০টায় বাগেরহাট জেলার শরণখোলার তাফালবাড়ী বাজারে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ভাইস চেয়ারম্যান প্রার্থী মেজবাহ উদ্দিন খোকনসহ তাঁর কর্মী-সমর্থকদের ওপর হামলা চালায় আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হাসানুজ্জামানের সমর্থকরা। এই ঘটনায় ২০ জন আহত হন। এঁদের মধ্যে গুরুতর আহত ৮ জনকে শরণখোলা হাসপাতালে ভর্তির পর ৪ জনকে আরো উন্নত চিকিৎসার জন্য খুলনায় পাঠানো হয়েছে।[১৮]

১৬. গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাতে জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার সাতপোয়া ইউনিয়নের রৌহা বাজারে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতায় বিএনপি-আওয়ামী লীগ ও পুলিশের মধ্যে ত্রিমুখী সংঘর্ষে

---

[১৫] মানবজমিনের শরিয়তপুর প্রতিনিধি, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৬] প্রথম আলো, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৭] মানবজমিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[১৮] যুগান্তর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

তিনজন পুলিশ ও দুইজন আনসারসহ অন্তত ২০ জন আহত হন। এই সময় বিএনপি নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগ সমর্থিতদের ১০টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর ও লুটপাট করে।[১৯]

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

১৭. ২০১৪ সালের শুরুতেই বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল উদ্বেগজনক। *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে ২০১৪ সালের জানুয়ারিতে ৩৯ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। ফেব্রুয়ারি মাসেও ১৬ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে; যাঁদের মৃত্যুর ধরণ ও পরিচয় নিচে উল্লেখ করা হলো।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

১৮. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৬ জনের মধ্যে ১৩ জন তথাকথিত 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‌্যাবের হাতে দুই জন এবং পুলিশের হাতে ১১ জন নিহত হয়েছেন।

গুলিতে হত্যাঃ

১৯. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত ১৬ জনের মধ্যে ০১ জনকে পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২০. এই সময়ে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে ০২ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

নিহতদের পরিচয় ঃ

[১৯] মানবজমিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

২১. নিহত ১৬ জনের মধ্যে একজন যুবলীগ কর্মী, দুইজন শিবির কর্মী, একজন পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টির সদস্য, একজন জেএমবি'র সদস্য, একজন রাজমিস্ত্রি, একজন গাড়ীচালক এবং নয়জন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

২২. গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মহানগরের যাত্রাবাড়ীর সুতিখালপাড়ের বালুর মাঠে পুলিশের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছেন সালাহউদ্দিন (২৯) ও জুয়েল (২৮) নামে দুই যুবক। জুয়েলের স্ত্রী রুমী জানান, ঐদিন মিরপুরে তাঁর এক বোনের বাসায় তাঁরা বেড়াতে যাচ্ছিলেন। শনির আখড়ার বাসা থেকে বের হয়ে মূল সড়কে গিয়ে বাসের জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় সালাউদ্দিন নামের এক লোক জুয়েলকে ডাক দিলে জুয়েল তাঁর কাছে যায়। তখন হঠাৎ করেই পুলিশ জুয়েল ও সালাউদ্দিনকে ধাওয়া করলে তাঁরা দৌড়ে একটি বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নেন। পুলিশ সেখান থেকে তাঁদের আটক করার পর জুয়েলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী রুমি কথা বলতে চাইলে কথা বললেই পুলিশ গুলি করবে বলে হুমকি দেয়। রুমির বড়ভাই পলাশ জানান, আটকের পর পরই জুয়েলের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। জুয়েল ভেবেছিলো পুলিশ সালাউদ্দিন ও তাঁকে থানায় নিয়ে যাবে। যেহেতু জুয়েলের নামে থানায় কোন মামলা নাই তাই তাঁকে থানা থেকে ছাড়িয়ে আনা যাবে। কিন্তু তাঁদের আটকের ১০ মিনিট পরই পলাশ জানতে পারেন দুজন 'বন্দুকযুদ্ধে' মারা গেছেন। নিহতদের স্বজনদের দাবি জুয়েলকে দুর্বৃত্ত বানিয়ে হত্যা করা হয়েছে।[২০] ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যাত্রাবাড়ীর সুতিখালপাড়ের বালুর মাঠ এলাকার বাসিন্দা আজগর জানান, বালুর মাঠে পিঠমোড়া করে দুই যুবকের হাত ও চোখ কালো কাপড় দিয়ে বাঁধা ছিল। দুজনের মধ্যে একজন বারবার প্রাণভিক্ষা চাইছিলেন। এরই মধ্যে একজনকে গুলি করা হয়। চিৎকার করে যুবকটি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। অন্যজন তখন হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর মাথায়ও বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে পুলিশ। এরপরও যুবকটি কিছুক্ষণ বেঁচে ছিলেন এবং পানি পান করতে চেয়েছিলেন। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন এই যুবকটির নাম জুয়েল।[২১]

২৩. *অধিকার* মনে করে, বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দায়মুক্তির সংস্কৃতি প্রবলভাবে বিরাজমান। *অধিকার* অবিলম্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিচারের সম্মুখীন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

[২০] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[২১] কালের কণ্ঠ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

হেফাজতে নির্যাতন

২৪.*অধিকার* এর প্রাপ্ততথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে দুইজন পুলিশের নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন যা পূর্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অংশে উল্লেখ করা হয়েছে।

২৫.গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ দিবাগত রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় নরসিংদী জেলার শিবপুর থানার চক্রদা ইউনিয়নের বারোইগাঁও গ্রামের সুলতান উদ্দিনের পুত্র মোহাম্মদ মহসিন (২৭) কে একটি ডাকাতি মামলায় সন্দেহভাজন হিসাবে গ্রেফতার করে শিবপুর থানা পুলিশ। গ্রেফতারের পর তিন দিন থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি রুমে মহসিনকে আটকে রেখে নির্যাতন করে হত্যার পর মহসিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ প্রচার করে বলে মহসিনের পরিবার অভিযোগ করেছে। *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, শিবপুরের ক্যাবল ফ্যাক্টরীতে ডাকাতির মামলায় ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় একই উপজেলার তারা মিয়া ও তাঁর ভাতিজা মোহাম্মদ মহসিনকে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শিবপুর থানার ওসি (তদন্ত) মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ওই অভিযানের নেতৃত্ব দেন। গ্রেফতারের পর তারা মিয়াকে থানা হাজতে এবং মহসিনকে থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি খালি ঘরে রাখা হয়। ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিকেলে মহসিনের পিতা সুলতান উদ্দিনের কাছে নির্যাতন না করার শর্তে শিবপুর থানার ওসি (তদন্ত) মনিরুজ্জামান ৫০ হাজার টাকা ঘুষ দাবি করেন। সুলতান উদ্দিন তাঁকে ৪০ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়ে চলে আসেন। ওই দিন রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় মহসিনকে সঙ্গে নিয়ে ফের তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে মহসিনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন, মানিব্যাগ ও জাতীয় পরিচয়পত্র নিয়ে আসে পুলিশ। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ভোর রাতে থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার ওই ঘরেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর শিবপুর থানা পুলিশ জানায়, রাতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মহসিনকে থানা ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যাওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাঁকে ওই ঘরের দরজার সঙ্গে একহাতে হ্যান্ডকাফ পড়িয়ে পুলিশ সদস্যরা চলে এলে অন্য হাত দিয়ে গলায় মাফলার পেচিয়ে মহসিন আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পর পুলিশ মহসিনের লাশ তাঁর স্বজনদের দেখতে দেয়নি বলে অভিযোগ স্বজনদের। মহসিনের মৃত্যুর খবর প্রচার হলে তাঁর পরিবারের সদস্যরাসহ এলাকাবাসী থানার সামনে এলে পুলিশ তাঁদের লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এমনকি লাশ ময়নাতদন্ত শেষে কাফন পড়িয়ে ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ বিকাল আনুমানিক ৫.০০

টায় পুলিশ পাহাড়ায় মহসিনের লাশ বাড়িতে নিয়ে তাঁর পরিবারের সদস্যদের দিয়ে জানাজা পড়িয়ে দাফন করতে বাধ্য করা হয়। ঘটনার পর স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আরিফুল ইসলামের মধ্যস্থতায় ভুক্তভোগী পরিবারকে টাকা দিয়ে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে শিবপুর থানা পুলিশ। ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ শিবপুর থানার ওসি কাজী মিজানুর রহমান, ওসি (তদন্ত) মনিরুজ্জামান ও কনস্টেবল হানিফকে অভিযুক্ত করে নরসিংদী জেলার এ্যাডভোকেট সিদ্দিকুর রহমান নরসিংদী অতিরিক্ত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন।[২২]

২৬. ঢাকার পল্লবী থানায় পুলিশ হেফাজতে মোহাম্মদ জনি (২৫) নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। গত ৮ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে পল্লবীর ইরানী ক্যাম্পে জনির বন্ধু বিল্লাল হোসেনের বিয়ের অনুষ্ঠান থেকে জনিসহ ৭জনকে পুলিশ আটক করে। পুলিশের পিটুনিতে ঘটনাস্থলেই জনি গুরুতর আহত হন। এর ১ দিন পর ৯ ফেব্রুয়ারি জনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। জনির ভাই এবং ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী রকি জানান, তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে তাঁকেও আটক করে পুলিশ। পল্লবী থানায় নেয়ার পর গাড়ি থেকে নামিয়েই এস আই জাহিদ তাঁদের পেটাতে থাকে। এরপর তাঁর ভাই জনিকে একা একটি খাম্বার সঙ্গে হাতকড়া দিয়ে আটকিয়ে লাঠি ও স্ট্যাম্প দিয়ে পেটায়। পেটানোর ফলে জনি মাটিতে পড়ে গেলে এসআই জাহিদ তাঁর বুকের ওপর চড়ে ও পরে লাথি মারতে থাকেন। পুলিশের নির্যাতনেই তাঁর ভাই জনির মৃত্যু হয়েছে বলে রকি অভিযোগ করেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক জনির মৃত্যু সনদে শারীরিক আঘাতের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।[২৩]

২৭. হেফাজতে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। এই সনদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন বা দুর্ভোগ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা আছে।

[২২] অধিকার এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন
[২৩] মানবজমিন ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪/ মানবজমিন ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

২৮.এছাড়া গত ২৪ অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারদলীয় সংসদ সদস্য সাবের হোসেন চৌধুরী 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল ২০১৩' উত্থাপন করলে তা কন্ঠভোটে পাস হয়। কিন্তু এর পরেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২৯. *অধিকার* মনে করে, নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারেরর 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে তাদেরকে আরো উৎসাহিত করছে।

৩০. *অধিকার* ২০০৩ সালে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্টের দেওয়া সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

৩১. ফেব্রুয়ারি মাসে ০৫ জন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩২.*অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে নয় জন সাংবাদিক আহত, এক জন হুমকির সম্মুখীন এবং এক জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া সংবাদ প্রকাশের জন্য এক জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

৩৩.অধিকার সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনায় নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং সেই সঙ্গে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবি জানাচ্ছে।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৩৪.২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছয় ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৩৫.প্রায়ই দেশের বিভিন্ন স্থানে গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং

বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৩৬.৫ জানুয়ারি ১০ম জাতীয় নির্বাচনের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু ধর্মীয় নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এই সময় তাঁদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং উপাসনালয়ে আক্রমণ করা হয়। এই আক্রমণের ঘটনাগুলো এখনো অব্যাহত আছে।

৩৭.গত ৪ ফেব্রুয়ারি রাত ২টায় গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার বরমী ইউনিয়নের বরমী বাজারে কাপড়ের হাটে ধানসিঁড়ি ক্লাবের উদ্যোগে নির্মিত অস্থায়ী মন্দিরে রাতের পূজা অর্চনার পর অজ্ঞাত পরিচয় মুখোশধারী দুর্বৃত্তরা দেশীয় অস্ত্রসহ হামলা চালায়। এই সময় হামলাকারীরা পূজারীদের মারপিট এবং পূজামণ্ডপ ভাংচুর করে সরস্বতী প্রতিমার মাথা ভেঙে নিয়ে যায়।[২৪]

৩৮.গত ৫ ফেব্রুয়ারি রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাসুদেবপুরে একটি সরস্বতী প্রতিমা ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। পূজা উদজাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক রনি কর্মকার জানান, ৬ ফেব্রুয়ারি সকালে এসে ভক্তরা প্রতিমাটি ভাঙ্গা দেখতে পান।[২৫]

৩৯.গত ৬ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলার শ্রীনিগামানন্দ সরস্বতী সেবাশ্রমে দুর্বৃত্তরা হামলা চালিয়ে সেখানে ভাঙচুর ও লুটপাট করে। সেবাশ্রমের পরিচালক নন্দ দুলাল চক্রবর্তী জানান, ভোর চারটার দিকে ২০-২৫ জন দুর্বৃত্ত সেবাশ্রমের ভেতরে ঢুকে ছুরি দেখিয়ে সেখানে অবস্থানকারী শিক্ষার্থী ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জিম্মি করে এবং মন্দির তছনছ করে। এই সময় তারা একটি ল্যাপটপ, দুটি ব্যাটারিসহ একটি আইপিএস ও দুটি মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।[২৬]

৪০.*অধিকার* প্রতিটি নির্বাচনের সময়ে, আগে ও পরে সংগঠিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। *অধিকার* মনে করে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হবার কারণেই এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলছে। রাজনৈতিক ফায়দা

[২৪] ইত্তেফাক, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[২৫] প্রথম আলো ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[২৬] প্রথম আলো, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

হাসিলের উদ্দেশ্যেই এই ধরণের হামলা বারবার হচ্ছে ও তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে।

অধিকার এর কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা

অধিকার সম্পর্কে জাতীয় সংসদে অসত্য বক্তব্য দেয়ার প্রতিবাদ

৪১. আল-কায়েদা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরির কথিত এক অডিও বার্তা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি ইউটিউব, সামাজিক ব্লগসহ যোগাযোগের বিভিন্ন মাধ্যমে এবং বেশ কিছু সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়। কথিত ওই অডিওতে‘ ইসলামবিরোধী’দের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের (ইনতিফাদা) ডাক দেন আল-কায়েদার ঐ নেতা। এই অডিও বার্তার সঙ্গে ৫ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে মানবাধিকার লংঘনের ছবি দেখানো হয় এবং দাবি করা হয় যে, এই সমাবেশে আসা হাজার হাজার ব্যক্তিকে সরকার হত্যা করেছে। এই অডিও বার্তাকে কেন্দ্র করে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং চাঁদপুর-৩ আসন থেকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত দশম জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্য দীপু মনি বলেন, আল-জাওয়াহিরির বিবৃতির সঙ্গে খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমান এবং *অধিকার* এর প্রধান আদিলুর রহমানের মত ব্যক্তিদের মতাদর্শের মিল রয়েছে। সরকারের অবশ্যই খতিয়া দেখা উচিত যে এটি নিছক একটি কাকতালীয় ঘটনা নাকি বিএনপি এবং জামায়াত বিষয়টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে।[২৭]

৪২. *অধিকার* সাবেক পরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদ সদস্য দীপু মনির বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। একটি মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* এর দায়িত্ব রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লংঘনের ঘটনাগুলোর প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সচেষ্ট থাকা। সরকারের এই সাবেক মন্ত্রী ও বর্তমান সংসদ সদস্য দীপু মনি *অধিকার* এর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনের সঙ্গে আল-কায়েদার বক্তব্যের সংযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকেই আড়াল করার প্রয়াস পেয়েছেন। এতে করে সরকারের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে অস্বীকার করার মিথ্যা ও অশালীন সংস্কৃতিই ফুটে উঠেছে।

[২৭] ঢাকা ট্রিবিউন, ১০ ফেব্রুয়ারি ২-১৪

সরকার দলীয় ব্যক্তিরা *অধিকার* ও আদিলুর রহমান খান তথা সমস্ত মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি এবং তাঁদের পরিবারের অসংখ্য সদস্যবৃন্দের কণ্ঠ রোধ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। *অধিকার* তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার থেকেছে এবং ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-প্রকৃতি, রাজনৈতিক মত পার্থক্য; অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না এবং সব সরকারের আমলেই *অধিকার* মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সব সময় সোচ্চার থাকায় নিগৃহীত হয়েছে। তবে বর্তমান সময়ে এই চরম নিগ্রহ অতীতের সমস্ত নিগ্রহকে ম্লান করে দিয়েছে।

অধিকারকে বিভিন্নভাবে হয়রানী

৪৩. গত ১০ অগাস্ট *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে গ্রেফতার করা ও এর পরবর্তী ঘটনার পর থেকে গত ছয় মাস ধরে *অধিকার* প্রতিনিয়ত সরকারের বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চরমভাবে হয়রানীর সম্মুখীন হচ্ছে। ২০১৩ সালে ৫ ও ৬ মে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে ৬১ জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে *অধিকার* তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন প্রকাশ করলে বর্তমানের এই হয়রানী শুরু হয়। যদিও ২০০৯ সাল থেকেই আওয়ামী লীগ সরকার অধিকারের কার্যক্রম বিভিন্নভাবে ব্যাহত করে আসছিল যা, অধিকার বিভিন্ন সময়ে উল্লেখ করেছে। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান, *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর কার্যালয়ের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে। এছাড়া *অধিকার* এর প্রকল্পের কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এই প্রকল্পের তিন মাসের অর্থছাড় এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এখনও পর্যন্ত করেনি। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। এছাড়া ২ বছর ১০ মাসের প্রকল্পটির অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছিল। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন

বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের আবেদন জমা দেয় *অধিকার*। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এখনও পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে

৪৪. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) বলবৎ থাকার কারণে *অধিকার* তার প্রতিবেদনগুলো বর্তমানে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে পারছে না। ৬ই অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধীত আইনের ৫৭ ধারায়[২৮] 'ইলেকট্রনিক ফরমে মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এ সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতা ভয়াবহভাবে লঙ্ঘন করছে ও তা মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪৫. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ে বিএসএফ একজন বাংলাদেশীকে গুলি করে হত্যা করে। এছাড়া বিএসএফ দুইজনকে গুলি করে ও একজনকে নির্যাতন করে আহত করে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন আটজন।

৪৬. দুদেশের মধ্যে সমঝোতা এবং এই সম্পর্কিত চুক্তি অনুযায়ী যদি কোন দেশের নাগরিক অননুমোদিতভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে তা অনুপ্রবেশ হিসেবে চিহ্নিত হবার কথা এবং সেই মোতাবেক ঐ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের কথা। কিন্তু আমরা

---

[২৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েব সাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

দেখছি ভারত দীর্ঘদিন ধরে এই সমঝোতা এবং চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশীদের দেখা মাত্র গুলি করে হত্যা করছে ও অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশী নাগরিকদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, যা পরিষ্কারভাবে আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

৪৭. *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের ভূমিকা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের উপযোগী হওয়া প্রয়োজন। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

৪৮. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই ও কারখানা বন্ধের বিরুদ্ধে, বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ১৩৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।

৪৯. গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জেলার সাভারের জিনজিরা এলাকায় সিপিএম কম্পোজিট নিটওয়্যার লিমিটেড নামে একটি কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করে। এই সময় শ্রমিকরা কারখানা ভাংচুর ও সড়ক অবরোধ করলে পুলিশের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনায় ১১ জন গুলিবিদ্ধসহ শতাধিক শ্রমিক আহত হন। শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, তাঁদের তিন মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে। দফায় দফায় তারিখ দেয়া হলেও বেতন দেয়া হয়নি। এরমধ্যে কারখানা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে বলে খবর ছড়িয়ে পড়লে শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেন। [২৯]

৫০. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, মজুরী সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

নারীর প্রতি সহিংসতা

[২৯] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৫১. নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটেই চলেছে। *অধিকার* মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা পার পেয়ে যাচ্ছে এবং এতে সহিংসতা বেড়েই চলেছে; ফলে আইনের সঠিক, নিরপেক্ষ ও দ্রুত প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

যৌতুক সহিংসতা

৫২. ফেব্রুয়ারি মাসে ১৫ জন যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, তিনজন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ে যৌতুক এর কারণে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে একজন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা যায়।

৫৩. গত ৮ ফেব্রুয়ারি চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলায় গৃহবধু সীমা রানী দাস (২৬) কে তাঁর স্বামী কেশব চন্দ্র দাস যৌতুকের টাকা না দেয়ায় গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সীমা ঐদিনই কুমিল্লা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। [৩০]

এসিড সহিংসতা

৫৪. ফেব্রুয়ারি মাসে তিনজন নারী এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৫৫. গত ১০ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে কিশোরগঞ্জ জেলার কটিয়াদী উপজেলার পৌর এলাকার চরিয়াকোনা গ্রামে মজনু মিয়ার স্ত্রী মদিনা বেগম (৪৩) কে জমি সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে মোহাম্মদ ও তার ছেলে নবী হোসেন ঘরের জানালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে এসিড নিক্ষেপ করে। এই ঘটনায় কটিয়াদী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি।[৩১]

৫৬. এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব অপরাধ ঘটেই চলেছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

ধর্ষণ

---

[৩০] ইত্তেফাক, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

[৩১] মানবজমিন, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এবং স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী, ২৮ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

৫৭.ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ৪২ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২১ জন নারী, ১৭ জন মেয়ে শিশু ও চার জনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ২১ জন নারীর মধ্যে তিনজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১০ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ১৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে একজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং চারজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এই সময় সাতজন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

৫৮.গত ৬ ফেব্রুয়ারি গোপালগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরসোনাকুড়ে স্বামীর হাত, পাঁ ও মুখ বেঁধে তাঁর সামনেই স্ত্রীকে গণধর্ষণ করেছে টিটুল শেখ ও জিকরুল শেখসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত। পরবর্তীতে ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারদলের পক্ষ থেকে মীমাংসা করা হয় বলে জানা গেছে।[৩২]

যৌন হয়রানী

৫৯.ফেব্রুয়ারি মাসে মোট ১২ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এরমধ্যে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন দুইজন, একজন অপহরণের শিকার হয়েছেন ও আটজন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এই সময় একজন কিশোরী যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন।

৬০.গত ৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ী শহরের সুজাপুর গ্রামের সাবরিনা ইয়াসমিন ইভা (১৫) নামে এক কিশোরী গোপনে ধারণ করা তাঁর ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে এসএমএসে হুমকি পেয়ে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন।[৩৩]

[৩২] মানবজমিন, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ এবং স্থানীয় মানবাধিকার কর্মী, ২৮ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৪
[৩৩] নয়াদিগন্ত, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

পরিসংখ্যান: ১-২৮ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৪*				
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৩৩
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	২
	গুলিতে নিহত**	১৮	১	১৯
	পিটিয়ে হত্যা	১	০	১
	মোট	৩৯	১৬	৫৫
গুম		১	৫	৬
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৭
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	২১
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৬
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত	২	৯	১১
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	২
	লাঞ্ছিত	০	১	১
	গ্রেফতার	৪	০	৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	৯	৬২
	আহত	১৪৭২	১১৬৭	২৬৩৯
নারীর প্রতি সহিংসতা	যৌতুক সহিংসতা	১২	১৫	২৭
	ধর্ষণ	৩৭	৪২	৭৯
	যৌন হয়রানীর শিকার	১৩	১২	২৫
	এসিড সহিংসতা	১	৩	৪
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	২২
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০
	আহত	৬০	১৩৫	১৯৫

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

** বিচার বহির্ভূতহত্যাকাণ্ডে গুলিতে নিহতের ঘটনাটি রাজনৈতিক সহিংসতা অংশেও উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশসমূহ

১. দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৩. আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক নির্যাতনের ঘটনাগুলোর নিরপেক্ষ তদন্ত করে ফৌজদারি আইন অনুযায়ী অপরাধীদের বিচার করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৪. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু, তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে অধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। *অধিকার* এর ওপর থেকে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।

৭. বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে দ্রুত প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে ভারত সরকারকে বাধ্য করতে উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।